

# স্কুলের যোগ্যতাই নেই তবু ২০ বিশ্ববিদ্যালয়

শরীফুল আলম সুমন

## নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

- ভাড়াবাড়িতে কার্যক্রম ২২টির
- তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি থাকলেও শুরু হয়নি শিক্ষা কার্যক্রম
- জমি খুঁজেই কয়েক বছর পার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের
- ক্লাসরুম, শিক্ষকদের বসার জায়গা, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি কিছুই নেই

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সবার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে বিশাল ক্যাম্পাস, বড় বড় একাডেমিক ভবন, আবাসিক হল, বিশাল খেলার মাঠসহ অন্য আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তার বিপরীতাই ঘটছে আমাদের দেশের নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে। ক্লাসরুমের জায়গা নেই, শিক্ষকদের বসার জায়গা নেই। লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি তো অনেক দূরের কথা।

নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু সংকট আর সংকট।

এমনকি একটি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেসব সুযোগ-

সুবিধা রয়েছে তাও নেই নতুন এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজের কয়েকটি রুম ভাড়া নিয়ে কোনো রকমে চালানো হচ্ছে কার্যক্রম।

বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রির কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানায়, দেশে এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬।

এর মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি।

তবে ৫৬টির মধ্যে ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলছে

ভাড়াবাড়িতে বা অস্থায়ী ক্যাম্পাসে। এর মধ্যে ২০টি পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। যেগুলোর একটি ক্ষুলের

সুবিধাও নেই।

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসার জায়গা করা হয়েছে

একটি পরিত্যক্ত গাড়ির গ্যারেজে। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্যাম্পাস নির্মাণে অগ্রগতি থাকলেও বেশির ভাগ জায়গা খুঁজতে

খুঁজতেই হয়ে রান।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এত দিন স্থায়ী ক্যাম্পাস না থাকা  
বেসরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্য বারবার সামনে আসত।  
ইউজিসি থেকে তাদের তাগাদা দেওয়া হতো। যদিও একটি  
বেসরকার বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করতে হলে ২৫ হাজার বগফুট  
জায়গা দেখাতে হয়।

ফলে যত দিন তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারে তত দিন

অন্তত বড় একটি জায়গায় তাদের ক্যাম্পাস থাকে।

অন্যদিকে কোনো স্কুল-কলেজের অনুমোদন পেতে হলেও এখন  
প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা জামিনে অবকাশ্যমো থাকতে হয়। কিন্তু গত  
পাচ-সাত বছর কোনো নিয়মনাত ছাড়াই মন্ত্র-এম্পদের তদাবরে  
অনুমোদন পায় নতুন নতুন অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।  
সেগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ন্যনতম যোগ্যতা না থাকায়  
আশ্রিতের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকটি রুম ভাড়া নিয়ে  
কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

ভাড়া জায়গায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রালিক  
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো রাষ্ট্রমাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়;  
ইসলামী আর্মি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়,  
বাংশাই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রবিন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ;  
ইউনিভার্সিটি অব ফ্রান্সের টেকনোলজি, বাংলাদেশ; নেত্রকোনা  
বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কামু বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বিজ্ঞান ও  
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাড়া জায়গায় থাকা আরো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে চাঁদপুর  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, হবগঞ্জ  
কাষৰ বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, কাউগাম কাষৰ  
বিশ্ববিদ্যালয়, সন্মুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ভাগ্ন  
নিজস্ব ক্যাম্পাসের জন্য এখনো জামিন খেজে পায়ন। এর বাইরে  
আরো দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়াবাড়তে চললেও তাদের ক্যাম্পাস  
নির্মাণ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে আর তাদের ভাড়া ক্যাম্পাস ও অন্য  
বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ভালো। ভাড়াবাড়তে থাকা রাষ্ট্রমাটি  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো  
একটির ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ অনেকটা শেষের পথে।

এখনো শিক্ষা কার্যক্রম চালু না হওয়া প্রালিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো  
হচ্ছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বগড়া  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য  
অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজামতাদ্দন খান কালের কষ্টকে

বলেন, ‘নতন কচু বিশ্ববিদ্যালয় পারকল্পনা ছাড়াই করা হয়েছে। তাদের অবকাঠামো নেই। আগের কামশুনও নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল না। ফলে পরো পরিস্থিতিটাই জটিল হয়ে পড়েছে। তারা উচ্চ শিক্ষার ন্যনতম শত পুরণ করতে পারছে না। ফলে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে মানুষের কাছে ভুল বাতা যাচ্ছে।’

অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান আরো বলেন, ‘জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ন্যনতক স্থাথ ছিল। আসলে এখন এ ব্যাপারে যাচাই-বাচাই বা সমাক্ষ করা দরকার। যদের ন্যনতম সম্বন্ধ আছে তাদের বেরে বাকঙ্গুলোকে পাশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্তর করা যায় কিনা সেটা ভাবতে হবে। আর নতন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিস নিয়োগ দেওয়া হুলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ে ধারাগতি কারণে আমরা শিক্ষা ক্ষায়ক্রম শুরু করার অনমতি দিতে পারছি না। আসলে তাদের কী হবে সে ব্যাপারেও মন্ত্রণালয় থেকেই সিদ্ধান্ত আসতে হবে।’

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প (চূপাপ্ত) অনুমোদন ও তা বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দেগুনে নামেন শিক্ষার্থীরা। প্রাতঃঘার ৯ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ শুরু না হওয়ায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধস্তু মানা কমসূচ পালন করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। যদিও এরপর তই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পটি একনেকে পাস হয়। কল্প হে জমতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রকল্প পাস হয়েছে স্থায়ী ক্যাম্পাস নমাণ করা অনেক কষ্টকর। ফলে কত বছরে তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারবেন তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় শাহজাহানপুর মহিলা কলেজের একাত্তর ভবনের একাংশে অঙ্গীভাবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষায়ক্রম চলছে।

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে সম্প্রতি বিক্ষেপ করেছেন ক্রিশ্নোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এমনকি তারা তাদের দাবি বাস্তবায়িত ন হওয়া পয়ন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাজ শাহজাহানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের আভয়েগ, ভাম অধিগ্রহণের অনুমতি ও পাওয়া গেছে। তবে প্রশাসন বলছে পরো প্রাক্রিয়া শেষ করতে আরো সময় লাগবে। অন্যদিকে গুরুদয়াল কলেজ ভবনের কয়েকটি কক্ষে তাদের যে একাডেমিক ক্ষায়ক্রম চলছে, তারও কোনো চুক্তি নেই। কলেজ চাইলে যেকোনো সময় তাদের সারয়ে দিতে পারে। অথচ বিকল্প কোনো অঙ্গীভাবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষায়ক্রম চলছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আগের সরকারের ভুল নীতির কারণে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বড় ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে। কারণ প্রতিটি জেলায় একটি করৈ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সে লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যত্রত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। নতুন যেসব বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সেগুলোর বেশির ভাগ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল টাকা কামানো।

দেখা গেছে, মন্ত্রী বা এমপির সম্পরিশে বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কুরা হচ্ছে। এগুলোর ভাম অধিগ্রহণ অবকাঠাম্যে নির্মাণ লটপাট করা হচ্ছে বিপুল অর্থ। তবে সবচেয়ে বেশ দুর্নীতি হচ্ছে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে। ফলে নতুন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা শিক্ষার্থী ন্য থাকলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীতে ভরপুর। এতে অনেক মন্ত্রী-এমপি তার এলাকায় একাত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেলেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, অনেক জেলা আছে যেখানে একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। এমনকি শহর ছেড়ে অনেক দূরে মন্ত্রী-এমপির বাড়ির কাছে মফস্বলেও কচু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কুরা হচ্ছে। আবার অনেক জেলা আছে, যেখানে একাত্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এতে অঙ্গুলিভিত্তি বিষয় সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে অনেক দূরদূরে থেকে বিধিত হচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের অনুমলে আইন পাস হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষায়ক্রম শুরু হয়ন এমন কিছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিস নিয়োগের বিষয়টি আপৃত্ত স্থগিত রাখিতে চিঠি দিয়েছিলেন সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাত্মন। গত মুছৰ ১২ ডিসেম্বর ইডজিসি চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো চিঠিতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী কম সেখানে আপাতত নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করতেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

চাঠতে সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, ‘বগত সরকারের আমলে  
দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ ও  
বিশেষায়িত) স্থাপন করা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতে  
প্রাত়ীনিকতাবে দাঢ়াতে পারবে কিনা তা পরিষ্কার নয়। যেসব  
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এখনো শুরু হয়ন, সেগুলো নিয়ে  
প্রবৃত্তি সময়ে যেকোনো পদক্ষেপ স্থাপিত রাখাই বা�শ্নায় বলে মনে  
কার। এ ছাড়া যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ভাসু  
হয়েছেন, সেগুলোতেও নতুন শিক্ষক বা কমকতার পদ সৃষ্টি জৰুর  
প্রয়োজন না হলে এখন স্থাপিত রাখাই ভালো। এসব বিষয়ে বতমান  
অন্তবর্তী সরকার নির্তিগতভাবে প্রবৃত্তি সরকারের ওপর সিদ্ধান্ত  
নেওয়ার ভার রেখে যাওয়াটা সমর্চন মনে করে।

এর ফলে আটটি নতুন প্রাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আটকে  
গেছে। এর মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ দেওয়া  
হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার অনমত দেওয়া হুয়ানি।  
আর বাকি পাচটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু আইন পীসের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ  
আছে।